আলমডাঙ্গায় প্রখর তাপদহে বৃষ্টির আশায় ইস্তিসকার নামাজ আদায়

প্রখর তাপদহের মধ্যে সারিবদ্ধ ভাবে বৃষ্টির আশায় বিশেষ নামাজ (ইস্তিসকার) আদায় করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলার শত শত মানুষ।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার দারুস সালাম ঈদগাহ ও কুমারী ইউনিয়নের ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গণে এ নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা।

দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠের নামাজে ইমামতি ও মোনাজাত করেন কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কাদের। কুমারী ফুটবল মাঠে ইমামতি ও মোনাজাত করেন কুমারী মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা গিয়াস উদ্দীন।

টানা এক সপ্তাহ তীব্র তাপদহে বৃষ্টি না হওয়ায় মরতে শুরু করেছে কৃষকের ফসলের ক্ষেত, কষ্টে আছে গাছপালাসহ প্রাণীকুল। গত দু’দিন তাপমাত্রা একটু কমলেও বৃষ্টির দেখা নেই।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় জেলায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চুয়াডাঙ্গায় ৪০-৪২ ডিগ্রির ওপরে তাপমাত্রা ওঠা-নামা করছে। আজ বুধবার সকাল ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের হাটকালুগঞ্জে অবস্থিত আবহাওয়া অফিস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ৩২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ৫৩ শতাংশ।

আলমডাঙ্গায় কৃষিতে ফলন বিপর্যয়ের শঙ্কা, মরছে চাষের

মাছ

আলমডাঙ্গার রায়সা গ্রামের আমজেদ আলীর পাঁচটি পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে দুটি তীব্র গরম আর অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে গেছে। তিনটির পানি শুকিয়ে নেমেছে তলানিতে। গরমে মাছ রক্ষায় বৈদ্যুতিক মোটরের মাধ্যমে পানি দিচ্ছেন। কিছু মাছ বিক্রিও করেছেন। আইলহাঁস গ্রামের তুষার আলী সাড়ে চার বিঘা জমির ঘেরে মাছ ছেড়েছেন। তবে গরমে পানিতে অক্সিজেন কমে পাওয়ায় মাছ মরে ভেবে উঠছে। এতে তাঁর বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে।

কয়েকদিন ধরে চুয়াডাঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র থেকে অতি তীব্র তাপদাহ। প্রতিদিনই তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রির ঘর অতিক্রম করছে। এ অবস্থায় পুকুরের মাছ ও মাঠের ফসল নিয়ে বিপদে রয়েছেন কৃষক। আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ আর অনাবৃষ্টিতে ফলন বিপর্যয়ের শঙ্কা বাড়ছে। খালবিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও নামছে। এতে ক্ষেতে পানিশূন্যতা দেখা দিয়েছে।

তালতলা এলাকার কৃষক ছায়েম মিয়া বলছিলেন, তাঁর পানের বরজে পাতা পুড়ে যাচ্ছে। যে পরিমাণ তাপ, তাতে ফসলের মাঠে কাজ করাও দুষ্কর হয়ে গেছে। ধানে প্রতিদিন সেচ দিতে হচ্ছে। তেল ও সারের যে দাম, বৃষ্টি না হওয়ায় খুব বিপদে আছেন। কৃষকরা বলছেন, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় ডিজেলচালিত শ্যালো মেশিন ও বৈদ্যুতিক মোটরে প্রয়োজনীয় পানি উঠছে না। এ অবস্থায় পুকুরে পানির তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বিপদে পড়েছেন মাছচাষিরাও। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখির ভাষ্য, উত্তাপ থেকে মাছ বাঁচাতে পুকুরে চুন মিশিয়ে দেওয়া ও সেচযন্ত্র দিয়ে পানি দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। মৎস্য বিভাগ থেকে জানা গেছে, উপজেলায় ৩ হাজার ৪৬৭টি পুকুর রয়েছে। এ অঞ্চলে মাছের চাহিদা ৭ হাজার ৫৬০ টন। তবে প্রতিবছর ৭ হাজার ৯৭২ টন গলদা, বাগদা ও কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন হচ্ছে। চাহিদার চেয়ে এলাকায় বেশি উৎপাদন হওয়া মাছ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মাছ চাষের জন্য ২৫ থেকে ৩২ ডিগ্রি আদর্শ তাপমাত্রা। পুকুরের পানির স্তর পাঁচ ফটের ওপরে থাকলে মাছের ক্ষতির শঙ্কা কম। বৃষ্টি না হওয়ায় পানির স্তর নামছে। এতে দেখা দিয়েছে অক্সিজেনের সংকট। ফলে হাঁসফাঁস করছে মাছ।

এলাকার ফসলের মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, তীব্র গরমে প্রায় সব ধরনের ফসলে একই ধরনের অবস্থা। কলাগাছ মরে যাচ্ছে। কলার ছড়ি পড়ে যাচ্ছে। আম ও লিচুর গুটি ঝরে পড়ছে। ফলে আম, লিচু ও কলার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিয়েও কৃষক দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সদর উপজেলার কুলচারা গ্রামের কৃষক আলী হোসেন সাড়ে তিন বিঘা জমিতে দেশি জাতের কচুর আবাদ করেছেন। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ায় কচুর পাতা কুঁকড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস থেকে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৩৪ শতাংশ। আর বেলা ৩টায় ছিল ৩৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ২৮ শতাংশ।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা বলেন, তাপপ্রবাহে কিছু কিছু ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। এ ক্ষতি কাটাতে কৃষকদের বলা হচ্ছে, ফসলে বেশি পানি দিতে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সাথে সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদের মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গা জেলা ইমাম সমিতি, সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদ ইসলামী আন্দোলনসহ সম্মানিত ওলামা মাশায়েখদের সাথে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা মহোদয়ের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মানিত ওলামা মাশায়েখদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার উলামা পরিষদের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ জ্ঞাপন করে তারা জানান যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় সুদীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায়

আছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ওলামা পরিষদের মুফতি জুনায়েদ আল হাবিবি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদ সভাপতি মাওলানা বচির আহমেদ, ইসলামী আন্দোলন চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান সহ ওলামা পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা সুযোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে জেলার সকল ধরনের অপরাধ প্রবণতা অনেক কমে এসেছে। মোটাদাগে বলা যায় জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক ভালো।

আলোচনা সভায় উপস্থিত সম্মানিত ঊলামা মাশায়েখ বৃন্দ সম্মিলিতভাবে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করবেন মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম- সেবা,জাকিয়া সুলতানা, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) দামুড়হুদা সার্কেল, ডিআইও-১ সহ পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিশেষে আলোচনা সভার সভাপতি পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম উপস্থিত সম্মানিত সকল ওলামা মাশায়েখবৃন্দদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন আগামী দিনের যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবে। তিনি আলোচনা সভায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকল ওলামা মাশায়েখবৃন্দ সহ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদায় পাওয়ারটিলার থেকে

পড়ে এক যুবকের মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার পীরপুর থেকে ঢালায় কাজ শেষ করে পাওয়ারটিলার যোগে বাড়ি ফেরার পথে মোক্তারপুর গোরস্তানের নামক স্থানে ঢালাই মেশিন থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত হয়েছে। নিহত মাহাবুর (৩৫) কোমরপুর গ্রামের বাবু খাবলির ছেলে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১ টার দিকে মোক্তারপুর গোরস্তানের সামনে থেকে ঢালাই মেশিন থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বাবু খাবলির ছেলে মাহাবুর প্রতিদিনের ন্যায় পীরপুর ঢালায়ের কাজ করতে যায়। ঢালায় কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে মোক্তারপুর গোরস্তানের সামনে থেকে ঘুমের ঘোরে ঢালাই মেশিন থেকে পড়ে যায়।

পরে স্থানীয় দের সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কতব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ দেওয়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ দেয়ায় কিশোরী কনের বাবাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার বিকাল ৫টার দিকে জুড়ানপুর গ্রামের মাঝের পাড়ায় এঘটনা ঘটে। দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, জুড়ানপুর গ্রামের মাঝের পাড়ার আরুল এর ১৭ বছর বয়সী কন্যাকে বাস্তপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রদান করেন।

ঘটনা জানাজানি হলে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার নির্দেশনায় দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল

কুমার দাস মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন । এসময় ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী কন্যার বাবা আরুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। পাশাপাশি মেয়ের বাবার কাছ থেকে লিখিত আকারে মুচলেকা নেন। এতে বলা হয় মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে তার বাবার বাড়িতেই থাকবেন,শশুর বাড়িতে থাকবেনা। এবং ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বর তাকে নিয়ে যেতে পারবেন। যদি এই আদেশ অমান্য করে তবে সংবিধানের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে বলে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়। এসময় দামুড়হুদা মডেল থানার উপপরিদর্শক নায়েব আলীর নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা মোবাইল কোর্ট এ সহযোগীতা করেন।

আলমডাঙ্গায় দুর্গন্ধে মিলল নিখোঁজ নারীর অর্ধগলিত লাশ

নিখোঁজ হওয়ার ৬ দিন পর নিথরি খাতুন (৫৩) নামে এক নারীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্গাপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত পুকুর পাড় থেকে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা- পুলিশ।

নিহত নিথরি খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্গাপুর এলাকার মো. আব্দুল জলিলের স্ত্রী। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলে জানা গেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার সন্ধ্যা থেকে নিথরি খাতুনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ৬ দিন অতিক্রম হলেও পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) না করে তাঁরা আত্নীয় স্বজনের বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করে।আজ দুপুর আড়াইটার দিকে এলাকাবাসী বাতাসে দুর্গন্ধ পায়। পরে পুকুরের একটি গাছে এক নারীর গলায় ফাঁস লাগানো অর্ধগলিত লাশ দেখেন। পরে স্থানীয় লোকজন জাতীয় জরুরি সেবা নম্বরে (৯৯৯) কল করে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। এদিকে

লাশ উদ্ধারের খবর পেয়ে নিথরি খাতুনের স্বজনেরা ঘটনাস্থলে এসে লাশটি নিখোঁজ নিথরি খাতুনের বলে শনাক্ত করেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ গণি মিয়া বলেন, ওই নারীর লাশটি অর্ধগলিত ছিল। প্রাথমিক সুরতহাল শেষে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ‘হিট স্ট্রোকে’ দুই নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় অতি তীব্র তাপপ্রবাহে এক ঘণ্টার ব্যবধানে হিট স্ট্রোকে ২ নারীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯ টায় স্বামীর জন্য মাঠে ভাত নিয়ে যাওয়ার সময় আশুরা খাতুন (২৫) ও সকাল সাড়ে ১০ টায় আয়েশা বেগম (৭০) মারা যান। তাঁরা দুজনই আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের বেগুয়ারখালী গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের বেগুয়ারখালী গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন সকালে কৃষি কাজে মাঠে যান। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তাঁর স্ত্রী আশুরা খাতুন স্বামীর জন্য মাঠে ভাত নিয়ে যাচ্ছিলেন। এসময় স্বামীর ক্ষেত পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই জমির আইলে আশুরা খাতুন মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যান। মাঠে উপস্থিত কৃষকেরা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসকের নিকট নেবার আগেই তিনি মারা যান।

এদিকে আশুরা খাতুনের মৃত্যুর এক ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ১০ টায় একই গ্রামের আক্কাস আলীর স্ত্রী আয়েশা বেগম মারা যান। ক’দিনের তীব্র গরমে তিনি হাঁসফাঁস করছিলেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত গ্রাম্য চিকিৎসক রাশেদুল ইসলাম বলেন, গত চার দিনের তীব্র গরমে আয়েশা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়েন। সোমবার সকালে

তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্ট হলে পরিবারের সদস্যরা তাঁর নিকট চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। তিনি আসার আগেই আয়েশার মৃত্যু হয়। দুজনই হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে দাবি তাঁর।

গত কয়েক দিন ধরে পশ্চিমাঞ্চলের জেলা চুয়াডাঙ্গায় অব্যাহত রয়েছে তাপপ্রবাহ। সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৪০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাপদাহের কারণে হিট অ্যালার্ট জারি করেছে জেলা প্রশাসন। খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হতে নিষেধ করা হচ্ছে। তবে কাজের প্রয়োজনে অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন এই তীব্র গরমের ভেতর ঘরের বাইরে যেতে।

দামুড়হুদায় হিট স্ট্রোকে ৭ ঘন্টার ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু

দামুড়হুদায় হিট স্ট্রোকে ৭ ঘন্টার ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল ৩টার দিকে অতি তীব্র তাপমাত্রায় হিট স্ট্রোকে দামুড়হুদা উপজেলা সদরে মর্জিনা খাতুন (৬০) নামে এক নারী মারা গেছে। নিহত মর্জিনা খাতুন সদর ইউনিয়ন পরিষদ পাড়ার আজিম উদ্দীনের স্ত্রী। এর আগে মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়ে জাকির হোসেন নামে এক যুবক সকাল ৮টার দিকে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। নিহত জাকির হোসেন উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন ঠাকুরপুর গ্রামের আমির হোসেন ছেলে ও ঠাকুরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি।

নিহত জাকির হোসেনের পিতা আমির হোসেন জানান, রোদ গরমে মাঠের ধান মরার অবস্থা। ধানের জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য জাকির সকাল ৭টার দিকে মাঠে যায়। মাঠে যাওয়ার ঘন্টা খানের পর খবর পায় ছেলে মাঠে স্টোক করেছে। মাঠের অন্য কৃষকরা ছেলেকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইনচার্জ জামিনুর রহমান জানান, শনিবার সকাল ৯ টায় চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা ছিল ৩৩ দশমিক ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৫৮ শতাংশ। এবং বেলা ১২ টায় চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা ছিল ৪০ দশমিক ৪

ডিগ্রী সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা চিল ১৮ শতাংশ। বেলা ৩টায় চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা ছিল ৪২ দশমিক ৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ১৮ শতাংশ। বিকেল ৬টায় তাপমাত্রা পারদ আরো বৃদ্ধি দাড়ায় ৪২ দশমিক ৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এসময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৩২ শতাংশ।

নিহত মর্জিনা খাতুনের ছেলে কামরুল ইসলাম কামু জানান, বেলা ৩টার দিকে অতিরিক্ত তাপে আমার মা (মর্জিনা খাতুন) হটাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় আমরা মাকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার জন্য অটো ভ্যানে উঠানোর সাথে সাথে মা মারা যায়। তিনি কান্না জড়িত কন্ঠে আরো বলেন, মাকে হাসপাতালে নেওয়ার সময়ও টুকুও পেলাম না।

গত কয়েক দিন ধরে চুয়াডাঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মাঝারি থেকে তীব্র ও অতি তীব্র তাপদাহ। এই তাপদাহে জেলায় হিট এলাট জারি করে মাইকিং করা হচ্ছে এক সপ্তাহ থেকে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা জানান, হটাৎ অসুস্থ হয়ে উপজেলা সদরের মর্জিনা খাতুন ও সীমান্তবর্তী ঠাকুরপুর গ্রামের জাকির হোসেন নামে এক ব্যক্তি মারা গেছে শুনেছি। তবে তিনারা হিট স্ট্রোকে মারা গেছে কিনা সেটা ডাক্তার ছাড়া বলা সম্ভব না।

আলমডাঙ্গায় সাংবাদিক আজমের মায়ের মৃত্যু, বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বনিক সমিতির নির্বাহী সদস্য খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজমের মা মোছাঃ হামিদা বানু মারা গেছেন।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে শহরের হাউরোড এলাকার নিজ

বাসায় বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি ৩ ছেলে, ১ মেয়ে, নাতী, নাতনি সহ অসংখ্য আত্নীয় স্বজন রেখে গেছেন।

আজ শুক্রবার দারুস সালাম মাঠে জানাজা শেষে কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে।

হামিদা বানুর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি খুস্তার জামিল, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুসা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, আওয়ামীলীগ নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শিক্ষা অনুরাগী লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মীর মহিউদ্দিন,বনিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন, সাধারন সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লা আল মানুন,কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডঃ খন্দকার নাশির উদ্দিন মঞ্জু,বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়াজেদ আলী,আলহাজ্ব নাজমুল হক স্বপন, সময়ের সমীকরন পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক শরিফুজ্জামান, হাজী আব্দুর রহমান,হাজী আজাদ, হাজী শেখ জাহাঙ্গির, কৃষি ব্যাংকের সাবেক জিএম কোরাইশি মাহমুদুল হাসান লন্টু,সরকারি কলেজের সহকারি অধ্যাপক মোনায়েম, সহকারি অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, সহকারি অধ্যাপক মিজানুর রহমান, সময়ের সমীকরন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, কাজী রবিউল হক, বনিক সমিতির সাবেক সম্পাদক হাজী মীর শফিউদ্দিন, সাংবাদিক নাহিদ হাসান, এন এইচ শাওন,রহমান মুকুল, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, সহ-সভাপতি জামশিদুল হক মুনি, আনোয়ার হোসেন, মৌলভী আবুল কাশেম, শেখ শফিউজ্জামান, রুনু খন্দকার, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক এম সাহাবুল হক, তানভীর সোহেল কে এ মান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন কাইরুল সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বশিরুল আলম, প্রচার সম্পাদক জাফর জুয়েল সহ প্রচার সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ সাজেদুল হক মনি, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক জামিরুল ইসলাম সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আতিকুর রহমান আতিক, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক

সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক গোলাম সারোয়ার সদু, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক ফাইন ফয়সাল, সদস্য নাসির উদ্দিন, রানা আহমেদ, লালটু রহমান প্রমুখ।

মরহুমের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আলমডাঙ্গা ক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ মরহুমের বাড়িতে যান এবং শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যে কিশোর ও কিশোরদের নিয়ে সেমিনার

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির পুনাকের আয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যো এক ঝাঁক কিশোর ও কিশোরদের নিয়ে সেমিনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সের ড্রিল শেডে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি পুনাকের সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস।

সেমিনার সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা পুনাকের সভানেত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস। এরপর শুরু হয় চুয়াডাঙ্গা জেলার শিক্ষার্থী ও কিশোর কিশোরীদের সুপথে ফেরার গল্প ও কিভাবে সুস্থ সবল জীবন গড়া যায় তা নিয়ে সবাই সবার অভিজ্ঞতা শেয়ার করে সেমিনারে। এরপর কিশোর অপরাধ বন্ধ দমন করা নিয়ে আলোচনা সভায় উঠে আসে। মাদক মুক্ত কিশোর কিশোরী গড়তে হবে। সমাজে কোন রকম কিশোর গ্যাং তৈরি করা যাবে না। আগামি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জন্য কিশোর কিশোরীদের ভুমিকা থাকবে। মাদক মুক্ত সমাজ গড়লে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা আরও সহজ হবে বলে সভায় আলোচনা করা হয়। কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি যাতে কোন ভাবে না হয়। সেজন্য সকল কিশোর কিশোরীদের সচেতনার তাগিদ দেয়া হয় সভায়।

এসময় সভার প্রধান অতিথি খুলনা রেঞ্জের পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির উপদেষ্টা রওশন জাহান নূপুর বলেন, আজকের কিশোর কিশোরীরা সামনের দিনের ভবিষ্যত। তাই কিশোর কিশোরী দের মাদক মুক্ত সমাজ গড়তে হবে। আজকের এই সেমিনারের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা তারা তাদের নতুন ভাবে নিজেকে জাগ্রত করবে। আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য কিশোর কিশোরীদের অবদান রাখবে। সমাজের কিশোর গ্যাং অপরাধ দমনে কাজ করবে সমাজের সকল কিশোর কিশোরীরা। কিশোর কিশোরী যাতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে জন্য এই সেমিনারের আয়োজন। সেমিনারের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা নতুন ভাবে জাগরণ গড়ে তুলবে বলে মনে করি।

এসময় সেমিনার সভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আর কে ফয়জুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জজ কোর্টের জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ও সিনিয়র সহকারী জজ সাইফুদ্দীন হোসাইন, দর্শনা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মো: মফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুন্সি আবু সাইফ, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ আকলিমা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা জজ কোর্টের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাই বুনাল স্পেশাল পিপি অ্যাড. আবু তালেব বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশীদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মানিক আকবর, চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরীন আক্তার, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন কর্মকর্তা ছানোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক হাসানুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চা সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, দৈনিক আকাশ খবরের সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি, প্রমুখ।

সেমিনারের শেষ পর্বে অংশ গ্রহণকারি সকল কিশোর কিশোরীদের মাঝে বিভিন্ন লেখকদের বই তুলে দেয়া হয়।